Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির ব্যবহার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মেহেনাজ সুলতানা

রোলঃ ২১৫০০৯০১

৪ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির ব্যবহার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মেহেনাজ সুলতানা

রোলঃ ২১৫০০৯০১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির ব্যবহার" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মেহেনাজ সুলতানা, আইডিঃ ২১৫০০৯০১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাজহারুল ইসলাম সাঈদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির ব্যবহার" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাজহারুল ইসলাম সাঈদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

মেহেনাজ সুলতানা

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০৪ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

মেহেনাজ সুলতানা

আইডিঃ ২১৫০০৯০১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
প্রযুক্তি কি?	৫
প্রযুক্তি কাকে বলে?	৫
প্রযুক্তির বিকাশ কেন ঘটে?	৬
তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ	৬
প্রযুক্তি কত প্রকার ও কি কি?	৯
তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) এর উপকারিতা	১০
প্রযুক্তির ইতিহাস	১৬
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তি	১৭
ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তি ব্যবহার	১৮
ইসলাম প্রচারে প্রযুক্তির ব্যবহার	১৯
ধর্ম প্রচারে ‘আলেম-ওলামা’দের ভূমিকা	২৫
তথ্য প্রযুক্তির উপকারী দিক	২৮
তথ্য প্রযুক্তি যেভাবে সমাজে প্রভাবিত	২৮
প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সামাজিক অবক্ষয়	২৯
প্রযুক্তির অপব্যবহারে বিপর্যস্ত তরুণ প্রজন্ম, উত্তরণের উপায় কী?	৩২
প্রযুক্তির দুনিয়া! বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং আমরা	৩৬
আমাদের করণীয়	৩৭
তথ্যসূত্র	৩৮

প্রযুক্তি কি?

প্রযুক্তি শব্দটির বাংলা অর্থ হলো – দক্ষতা, শিল্প ও জ্ঞানের মাধ্যমে তৈরি কৌশল যা মানুষের জীবন মান কে অগ্রগতি এর দিকে ধাবিত করে। [1] প্রযুক্তি শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো – Technology. গ্রীক শব্দ Techne যার অর্থ হাতের দক্ষতা, আর্ট বা কারুশিল্প এবং Logia যার অর্থ সাউন্ড বা শব্দ থেকে Technology শব্দের উদ্ভব। প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার পুর্বে আমাদের বুঝতে হবে প্রযুক্তি আসলে কি। প্রযুক্তি হল মানুষের এক আশ্চর্য জ্ঞানের প্রতীক, যার ব্যবহারিক প্রয়োগ আমাদের জীবনকে উন্নত করে। প্রযুক্তি আমাদের আকাঙ্খা এবং অর্জনের জন্য সেতু হিসেবে কাজ করে। এটি আমাদের সারা বিশ্ব জুড়ে যোগাযোগ করতে, দূরবর্তী ভূমিতে ভ্রমণ করতে এবং মহাবিশ্বের রহস্যগুলি অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রযুক্তি হলো এমন এক ধরনের পদ্ধতি, স্কীল বা টেকনিকের সমষ্টি যা দ্বারা মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানো যায় এবং নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায়।

প্রযুক্তি কাকে বলে?

বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যেসব কৌশল বা যন্ত্র আবিষ্কার করা হয় তাকে প্রযুক্তি বলে।

সবচেয়ে সহজ কথা বলতে গেলে প্রযুক্তি মানে হলো – এমন ধরণের বৈজ্ঞানিক চিন্তা যা দিয়ে যে কোনো কাজ কে অনেক বেশি সহজে করা যায়। যেমন – পূর্বে মানুষের যোগাযোগ এর একমাত্র মাধ্যম ছিল টেলিফোন। বর্তমানে মোবাইল ফোনের আবিস্কার মানুষের জীবন কে আগের তুলনায় অনেক বেশি সহজ করে দিয়েছে।ঠিক এভাবেই আদিম কাল থেকে মানুষের জীবন যাত্রার মান কে পরিবর্তন করেছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও নানা আবিস্কার। যা আমরা প্রযুক্তি নামে ব্যবহার করে থাকি।

প্রযুক্তির বিকাশ কেন ঘটে?

মানুষ আরাম-আয়েশে থাকতে পছন্দ করে। আর প্রযুক্তি মানুষের জীবনধারনের পথ সহজ করে দেয়। মূলত মানুষ নিজের প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর জন্য প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে চলছে।

এছাড়ও যেসব কারণে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটে:

- মানুষের প্রয়োজন মেটাতে
- সভ্যতার অগ্রগতির কারণে
- পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য
- বৈজ্ঞানীক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে

তথ্য প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ

আধুনিক সভ্যতার উন্নতির মূলে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তির সফল বিকাশ। কম্পিউটার আবিস্কারের পর থেকে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে টেলিফোন ও টেলিভিশনের সাথে এগুলোর সংযোগের ফলে এক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ষাটের দশকে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

ষাটের দশকে উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে টেলিযোগায়োগের ক্ষেত্রে নতুন অগ্রযাত্রা শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় ফাইবার অপটিক্যাল কেবলের মধ্য দিয়ে ইন্টারনেট সংযোগ ও ভিডিও কমপ্রেশন ব্যবস্থা এ প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করেছে।তথ্য প্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে এমন যন্ত্র ও সিস্টেমগুলো [2]

ফ্যাক্স (Fax): ফ্যাক্স এমন একটি প্রযুক্তি যা প্রেরকের কাছ থেকে কাগজে লেখা তথ্য হুবহু অপর প্রান্তের প্রাপকের নিকট পৌঁচিয়ে দেয়। আপনি ফ্যাক্স মডেম ব্যবহার করে একই ধরনের কপি ফ্যাক্স গ্রহিতার কাছে কিংবা নিজ প্রান্তেও বের করতে পারেন I

টেলি কনফারেন্সিং (Tele Conferencing): টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে টেলি কনফারেন্সিং বলা হয়। দুই বা ততোধিক গ্রুপের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে টেলিকনফঅরেন্সিং।

যারা ভিন্ন জায়গায় রয়েছে তাদের মধ্যে অডিও, অডিও গ্রাফ এবং কম্পিউটার সিস্টেম এর মাধ্যমে দলীয় যোগাযোগ করা সম্বব হয়। বিভিন্ন অবস্থানের মানুষকে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে মিটিং এর ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। টেলিকনফারেন্সিং ব্যবস্থা সফটওয়ারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রন করা যায়।

ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing): যারা একই স্থানে নেই এমন ব্যাক্তির সাথে ভিডিও ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবস্থার করে সংলাপ করাই হলো ভিডিও কনফারেন্সিং। দুই বা ততোধিক গ্রুপের সাথে আলোচনা করা যায় এমন ভিন্ন অবস্থানের মানুষের সাথে ইলেকট্রনিক্স যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করে তাদের ছবি দেখা ও কথা শোনা যায় এমন সংলাপই ভিডিও কনফারেন্সিং।

এটি অনেকটা টেলিকনফারেন্সিং এর মতই । এতে প্রয়োজন হয় মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটার, ওয়েব ক্যামেরা, ভিডিও ব্যাপচার কার্ড, টেলিফোন লাইন, মডেম ও ইন্টারনেট। টেলিযোগায়োগ নেটওয়ার্কের সাহায্যে এমন কনফারেন্স পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে হতে পারে।

রোবট (Robot): বিংশ শতাব্দীর আবিস্কারের মধ্যে এটি প্রযুক্তিগত ভঅবে আশাবাদ ব্যাক্ত করার মত আবিস্কার। রোবট হলো মানুষ আকৃতি মত এমন একটি যন্ত্র যা মানুষের কথা বুঝতে পারে, ভিজুয়াল সেন্সে সেগুলো আনুবাদ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

রোবটের কাজের ধারা পূর্ব থেকে ঠিক করে দেয়া থাকে। রোবাট প্রতিকুল পরিবেশে নিখূত ও ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতে পারে। এটি একটি স্ব- নিয়ন্ত্রিত কম্পিউটার পদ্ধতি।

বুলেটিন বোর্ড (Bulletine Board): ইন্টারনেটে বুলেটিন বোর্ড একটি বাস্তব বুলেটিন বোর্ডের মত । আসল বুলেটিন বোর্ডে জনগণের দেখার জন্য জিনিসগুলো আলাদা করে রাখে। ই-মেইল প্রেরণের মাধ্যমে জনগন বুলেটিন বোর্ড ব্যবহার করে। এটি মেসেজকে অন্যদের দেখার জন্য পোস্ট করে দেয়। এটি একটি বিশাল ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার ব্যবস্থা যা টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে কম- শক্তির কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে।

রিজার্ভেশন সিস্টেম (Reservation System): সংরক্ষণ এক ধরনের বুকিং পদ্ধতি যার মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ব্যবহারকারী তাদের বিমানের আসন বুক করতে পারেন। এটা হতে পারে বিমানের, হোস্টেলে কিংবা অন্য যানবাহনের। আপনি প্রয়োজনীয় বুকিং তথ্যের একটি সার্বিক চিত্র যে কোন সময় দেখতে পারবেন।

ভিডিও টেক্সট (Video-text): ভিডিও –টেক্সট্র এমন এক ধরণের কার্য সাধন পদ্ধতি যাতে ইহা ডাটাবেজ এর সাথে সংযোগের মাধ্যমে তথ্য উদ্ধার করে। এটি যোগায়োগ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে শেয়ার বাজার এভং অন্রন্য খরচের তথ্য রাখে।

ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ স্থানান্তর (Electronic Fund Transfer): ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হলো টেক্সস রাজ্যের একটি আর্থিক নেটওয়ার্ক যা 1990 সালে শুরু হয়েছে। একটি বৈদ্যুতিক অর্থ স্থানান্তররের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে কর দাতাদের জন্য।এই সিস্টেমটি বিলিয়নস বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে প্রায় শতাদিক ট্যাক্স ও পি বাবদ। আপনি যদি এর অন্তর ভূর্ক্ত হতে চান তাহলে আপনাকে ক্যাশ পেমেন্ট করতে হভে।

ইলেকট্রনিক ডেবিট ও ক্রেডিট করার জন্য আপনাকে কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্কে মাধ্যমে লেনদেন করতে হবে। লেনদেন কার্যে সুবিধা ও নিরাপত্তার নিমিত্তে অটোমেটিক টেলঅর টার্মিনাল ব্যবহার করা হয়।

ডেটা দিয়ে ব্যাংকের লেনদন কার্য সম্পাদনের জন্য চৌম্বক কালির লেখা বিশিষ্ট কার্ড ব্যবহার করা হয়।

প্রযুক্তি কত প্রকার ও কি কি?

প্রযুক্তি সাধারণত দুই প্রকার –

১- প্রাচীন প্রযুক্তি ও ২- আধুনিক প্রযুক্তি। এছাড়াও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনুসারে আমরা আমাদের কাজের জন্য অনেক ধরণের প্রযুক্তি ব্যাবহার করে থাকি। নিচে আমরা প্রযুক্তির প্রকারভেদ ও কি কি দিলাম –

১. কৃষি প্রযুক্তি বা এগ্রিকালচার টেকনোলজি

কৃষি ক্ষেত্র আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান। কৃষি উৎপাদন যত বেশি হবে আমাদের উন্নতির যাত্রা ততো বেশি দ্রুত হবে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যাবহার ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অধিক উতপাদন সম্ভব হয়েছে।

প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক জনের কাজ অল্প সময়ে করা যাচ্ছে মেশিন ব্যাবহার করে। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার হচ্ছে যেমন – রোবট, তাপমাত্রা পরিমাপক, পোকার দমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

২. তথ্য প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি

তথ্য প্রযুক্তি হলো কম্পিউটার ও টেলিযোগাযোগ সিস্টেম ব্যাবহার করে তথু উপাত্ত কে একত্রিত করা। তথ্য বিতরন, সংরক্ষন এর এই প্রক্রিয়া কে তথ্য প্রযুক্তি বলা হয়।তথ্য প্রযুক্তি (IT) আজকের ব্যক্তিগত, বাণিজ্যিক এবং অলাভজনক ব্যবহারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর সহজ শর্তে, আইটি হল ডেটা গ্রহণ, সঞ্চয়, পুনরুদ্ধার, প্রেরণ এবং ম্যানিপুলেট করার জন্য কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের প্রয়োগ[2] আধুনিক পৃথিবী গঠনে তথ্য প্রযুক্তির ভুমিকা অনন্য। বিশ্ব কে গ্লোবাল ভিলেজে রুপান্তর করছে। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রে ও বিনোদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ব্যাবহার করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ-

- কম্পিউটার

- ইন্টারনেট
- টেলিভিশন
- স্মার্টফোন

বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থঅর উন্নতির ফলে একটি ছোট কম্পিউটার বা টার্মিনালের মাধ্যমে দূরের কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা যায়। ফলে খুব সহজে ও দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা সম্ভব।

তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology) এর উপকারিতা

- ব্যয় সংকোচন।
- সময় বাচেঁ
- তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্বব
- কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- কাজের গতি বৃদ্ধি পায়।
- মনুষ্য শক্তির অপচয় রোধ ইত্যাদি।

ইদানিং সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির জয় জয়কার । ব্যবসায়, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিজ্ঞাণ, ঔষধ এবং শিল্পে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই তথ্য ছাড়া আমরা কোন কিছূই কল্পনা করতে পারিনা

৩. জৈবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি

জৈবপ্রযুক্তি হলো বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলগত নীতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করে জীবদের ব্যবহার করার মাধ্যমে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও ব্যবহারযোগ্য প্রয়োজনীয় মালামাল তৈরির বিশেষ প্রযুক্তি। এটি মূলত জীববিদ্যাভিত্তিক প্রযুক্তি, বিশেষ করে যখন প্রযুক্তি কৃষি, খাদ্য বিজ্ঞান, এবং ঔষধশিল্পে ব্যবহৃত হয়।জৈবপ্রযুক্তি শব্দটি 1919 সালে

হাঙ্গেরিয়ান প্রকৌশলী কার্ল এরকি প্রথমবারের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।তাই তাকে জীবপ্রযুক্তি জনক হিসেবে ধরা যেতে পারে

বায়োটেকনোলজি কী তা আমরা জানি এখন, আমরা বাস্তব জীবনের বিভিন্ন প্রয়োগগুলি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি। এই বিজ্ঞানের প্রয়োগের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে বিজ্ঞানী ও গবেষকরা জীবিত জিনিসের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের জন্য তথাকথিত "জৈব প্রযুক্তি" ব্যবহার করতে পারেন।

এটি সর্বদা বলা হয়ে থাকে যে আমাদের শরীর এমনভাবে কাজ করে যা এমন কোনও মেশিন যেখানে সমস্ত কিছু প্রোগ্রামড এবং স্বয়ংক্রিয় হয়। আপনার খাদ্য হজম করার বিষয়ে এবং রক্তে পুষ্টি সরবরাহ করার বিষয়ে ভাবতে হবে না, দেহ নিজেই এটি করে। এভাবে, বায়োটেকনোলজি এর প্রয়োগগুলি মেডিসিন, ফার্মাসি এবং কৃষির সাথে সম্পর্কিত করার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিতে আরও কিছু উৎপাদনশীল ফসল জিনগুলি সংশোধন করে প্রাপ্ত হতে পারে যা নির্দিষ্ট পরিবেশের পরিস্থিতিতে আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

বায়োটেকনোলজির প্রকারগুলি [3]

সবুজ জৈব প্রযুক্তি: এই অংশটি কৃষি প্রক্রিয়াগুলিতে ফোকাস করে। যেমনটি আমরা আগেই বলেছি, ট্রান্সজেনিক গাছ এবং ফসল পাওয়া যায়। এই পণ্যগুলির অর্থ তারা ডিএনএ পরিবর্তন করেছে। পরিবর্তিত নয় এমন অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে তারা কিছু অভিনবত্ব এবং সুবিধা উপস্থাপন করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, তারা আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে বেড়ে উঠতে পারে যা তাদের পক্ষে অনুকূল নয় এবং কীটপতঙ্গ ও রোগের থেকে ভাল প্রতিরোধ করে। এটি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে এবং আরও ভাল লাভের সাথে আরও ভাল ফলাফলের গ্যারান্টি দেয়।

নীল বায়োটেকনোলজি: বায়োটেকনোলজির এই অংশটি এখনও বিকাশাধীন। তবে এটি সামুদ্রিক এবং জলজ পরিবেশের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এতে দুর্দান্ত অবদান রয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে জলজ পালন, খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রসাধনী পণ্য।

ধূসর জৈব প্রযুক্তি: এটি বায়োটেকনোলজির ধরণের যা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্য। উদ্দেশ্যটি হ'ল মাটি দূষণকারীদের নির্মূল করা যা প্রজাতির ক্ষয় সাধন করে এবং প্রাকৃতিক আবাস ভেঙে দেয়। এই ধরণের বায়োরিমিডিয়েশন প্রক্রিয়াগুলির সাথে জড়িত যেখানে গাছপালা এবং অণুজীবগুলি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক পদার্থগুলি হ্রাস এবং নির্মূল করতে ব্যবহৃত হয়।

রেড বায়োটেকনোলজি: এই ধরণের বায়োটেকনোলজি ব্যবহৃত হয় চিকিৎসা পণ্য উন্নত করতে । এটির সাহায্যে বিভিন্ন জীব থেকে অ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদন উন্নত করা যায়। এটি আমাদের কিছু রোগের চিকিৎসার উন্নতি করতে ভ্যাকসিন এবং ওষুধ বিকাশে সহায়তা করে।

শিল্প প্রক্রিয়া জৈবপ্রযুক্তি: এই শাখার উদ্দেশ্য এমন পণ্য তৈরি করা যারা সহজেই অবনমিত হয় এবং কম শক্তি গ্রহণ করে। কাঁচামাল সংরক্ষণ এবং দূষণ হ্রাস করার জন্য ব্যবহৃত শক্তির হ্রাস প্রয়োজনীয়। এই বায়োটেকনোলজি যা পরিবেশ এবং এর সংরক্ষণের উন্নতি করতে চায় তার সাথে সম্পর্কিত।

উদাহরণস্বরূপ, এটি টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত হয় যাতে এর উৎপাদনে কম বর্জ্য উৎপন্ন হয়। এই প্রকারের বায়োটেকনোলজিগুলি ছাড়াও আরও বিভিন্ন রঙের আরও কিছু রয়েছে তবে এটি খুব কম বিস্তৃত যেহেতু এটি একটি বিজ্ঞান যা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যদিও উপরে বর্ণিত সমস্তগুলি কেবলমাত্র সুবিধার হিসাবে মনে হয়, তবে এই প্রযুক্তিটির কিছু অসুবিধাগুলিও বর্ণনা করা প্রয়োজন। এই ত্রুটিগুলির মধ্যে আমরা তালিকাভুক্ত করি:

- পরিবেশের ঝুঁকি যেমন বিভিন্ন টক্সিনে পোকামাকড়ের অভিযোজন বা জিনগত জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতি।

- কিছু স্বাস্থ্য ঝুঁকি, নতুন টক্সিন তৈরি করা যেতে পারে।

- অনেক জায়গায় শ্রম হ্রাস করে। সর্বোপরি, সমস্ত প্রক্রিয়া আধুনিকীকরণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে কৃষিকাজ।

৪. পারমাণবিক প্রযুক্তি বা নিউক্লিয়ার টেকনোলজি

নিউক্লিয়ার প্রকৌশল হল প্রকৌশলবিদ্যার একটি ফলিত শাখা যেখানে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাংগন(ফিশন), গঠন(ফিউশন) তেজস্ক্রিয়তা ও নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

নিউক্লিয়ার প্রকৌশল হল প্রকৌশলবিদ্যার একটি ফলিত শাখা যেখানে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ভাংগন(ফিশন), গঠন(ফিউশন) তেজস্ক্রিয়তা ও নিউক্লিয় পদার্থবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে। এই প্রকৌশলবিদ্যার একটি শাখা হল নিউক্লিয়ার ফিশন, যেখানে মূলত পারমাণবিক চুল্লির নকশা, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিররক্ষণাবেক্ষণ এবং এর সঠিক কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচিত হয়। এছাড়াও অন্যান্য শাখার মধ্যে রয়েছে মেডিকেল ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ(মুলত আয়নিত তেজস্ক্রিয়তার প্রয়োগ), নিউক্লিয়ার ফুয়েল ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট ধাতুর জীবনচক্র, নিউক্লিয়ার শক্তির নিরাপত্তা, নিউক্লিয়ার বর্জ্যের নিরাপদ সংরক্ষণ, নিউক্লিয়ার ফিউশন, ইত্যাদি [4]

পারমাণবিক প্রযুক্তি বিশেষ ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন এর ক্ষেত্রে ব্যাবহার করা হয়ে থাকে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে টারবাইনে পানি বাস্প করে অনেক বেশি ভোল্টেজ এর বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভভ হয়।এই প্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্রে আছে মহাকাশ গবেশনার ক্ষেত্রেও নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি ব্যাবহার করা হয়।

৫. যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কম্যুনিকেশন টেকনোলজি

কোন ডেটা বা ইনফরমেশন এক স্থান হতে অন্য স্থান কিংবা এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটার কিংবা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে অথবা একজন অন্যজনের নিকট আদান প্রদানের প্রক্রিয়াকে যোগাযোগ প্রযুক্তি বা কমিউনিকেশন টেকনোলজি

(CT) বলে।যোগাযোগ প্রযুক্তি মানুষের দূরত্ব কে আরো বেশি কাছে নিয়ে এসেছে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যাবহার করে যান্ত্রিক পরিবহন এর মাধ্যমে অল্প সময়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে।মোবাইল ও ইন্টারনেট ব্যাবহার করে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের কারো সাথে অল্প সময়েই যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। যোগাযোগ ব্যাবস্থায় প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে নিয়েছে পৃথিবীকে।

৬. ইলেক্ট্রনিকস প্রযুক্তি

ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি কে সচল রাখার জন্য। আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে বিশ্বের সকল ফ্যাক্টরি তে ইলেক্ট্রনিকস প্রযুক্তি ব্যাবহার করা হচ্ছে। ইলেক্ট্রনিকস কম্পোনেন্ট গুলো আমাদের সকল ক্ষেত্রে ব্যাবহার হয়। যেমন – মোবাইল, কম্পিউটার, রাডার ইত্যাদি।

সংশ্লিষ্টদের মতে, গত এক যুগে বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তি শিল্পখাতের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। যার মূলে রয়েছে বর্তমান সরকারের গৃহীত শিল্পবান্ধব বিভিন্ন নীতিমালা, শতভাগ বিদ্যুতায়ন এবং এ খাতের উদ্যোক্তাদের দেওয়া নানান সুবিধা। সরকারের এসব শিল্পমুখী নীতি এবং উন্নয়নের ফলে দেশের ইলেকট্রনিক্স খাতে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে। আগে এ খাত ছিলো পুরোপুরি আমদানি নির্ভর। তখন রেফ্রিজারেটরের বার্ষিক চাহিদা ছিলো মাত্র ৩ লাখ ইউনিট। আর এ খাতে কর্মসংস্থান ছিলো শ পাঁচেক মানুষের। এক যুগের ব্যবধানে সে চিত্র পুরোপুরি পাল্টে গেছে। দেশের ইলেকট্রনিক্স খাতে বর্তমানে প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে কয়েক লক্ষ মানুষের। ৩ লাখের জায়গায় রেফ্রিজারেটরের বার্ষিক চাহিদা দাঁড়িয়েছে ৩০ লখের ওপর। এ খাতকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অর্থনীতিরও বিকাশ ঘটেছে। যা সম্ভব হয়েছে এ খাতে স্থানীয় শিল্পের বিকাশের ফলে।

দেশীয় ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তিপণ্য খাতের বিকাশের ফলে বিপুল পরিমাণ পণ্যের আমদানি ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে। এ শিল্প হয়ে উঠেছে সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত। তৈরি পোশাকের পর এ খাতটিতে রপ্তানি আয়ের ভবিষ্যৎ বলে মনে করছেন অর্থনীতি

বিশেষজ্ঞরা। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে থেকে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে ইলেকট্রনিক্স ও প্রযুক্তিপণ্য রপ্তানি হচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম কম্প্রেসর ও এর যন্ত্রাংশ, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন, এয়ার কন্ডিশনার, হোম অ্যাপ্ল্যায়েন্স, মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ ইত্যাদি। বাংলাদেশে তৈরি এসব পণ্য বিশ্ববাজারে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। যা দেশের রপ্তানি আয়ে অবদান রাখছে। পাশাপাশি শিল্পোন্নত বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং হচ্ছে। তাই সংশ্লিষ্টরা এ খাতে সব ধরনের সুবিধা দেওয়ার পক্ষে।

৭. চিকিৎসা প্রযুক্তি বা মেডিক্যাল টেকনোলজি

চিকিৎসা প্রযুক্তি একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। যেখানে বায়োটেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যালস, তথ্য প্রযুক্তি, উন্নয়ন চিকিৎসার সাজসরঞ্জামগুলি সারা বিশ্বের মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।বর্তমান টেকনোলজি বা প্রযুক্তি ব্যবসা, শিক্ষা স্তর বা বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের মান উন্নত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও এর অবদান অপরিহার্য। উন্নত প্রযুক্তি স্বাস্থ্যসেবায় বিশ্বব্যাপী অগণিত মানুষের জীবন বাঁচিয়ে তুলেছে এবং জীবনের গুনগত মান উন্নত করে তুলেছে।স্বাস্থ্য সেবায় প্রযুক্তি শুধুমাত্র রোগী বা তাদের পরিবারের অভিজ্ঞতা পরিবর্তন করেনি। উপরন্তু তার পাশাপাশি চিকিৎসার পক্রিয়া এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের চর্চার উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে।জটিল সব অপারেসন থেকে শুরু করে যে কোনো রোগ নির্নয়ের ক্ষেত্রে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যাবহার হচ্ছে। বর্তমানে – আল্ট্রাসোনো থেকে শুরু করে ওপেন হার্ট সার্জারি তে প্রযুক্তি ব্যাবহার করা হচ্ছে।মেডিক্যাল এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের টুলস রয়েছে যা প্রযুক্তি অনেক সহজ ভাবে করে দিয়েছে। শরিরের রোগ নির্নয় করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যা অল্প সময়ের মধ্যে টেকনোলজি ব্যাবহার করে করা যায়।

জীবনের মান উন্নত করার একটি সুবিধা হল চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন মাত্রা আনা। সার্জারি, ভালো নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং আরামদায়ক স্ক্যানিং সাজসরঞ্জামগুলি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে ও সুস্থ জীবন উপভোগ করতে সুযোগ দেয়।চিকিৎসা সাজসরঞ্জাম প্রযুক্তি এবং টেলিহেলথ রোবোটিক সার্জারি সৃষ্টি করছে, যেখানে কিছু কেসে সার্জারি চলার সময় চিকিৎসককে রোগীর সঙ্গে অপারেটিং রুমে থাকার প্রয়োজন হবে না। তার

পরিবর্তে সার্জন তাদের ‘ হোম বেস ‘ থেকে কাজ করতে পারে এবং রোগীরা তাদের নিজস্ব শহরের কাছাকাছি যে কোন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে কার্যপ্রণালী সম্পাদন করতে পারে।

৮. যান্ত্রিক প্রযুক্তি বা মেকানিকাল টেকনোলজি

যন্ত্র প্রকৌশল প্রকৌশলের একটি বিষয় যাতে যান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ, নকশা, উৎপাদন এবং বিশ্লেষণের জন্য পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো ব্যবহার করা হয়। বলবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান, তাপগতিবিজ্ঞান এবং শক্তি সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট জ্ঞান এই প্রকৌশল অধ্যয়নের জন্য প্রয়োজনীয়।যান্ত্রিক প্রযুক্তি কোনো কিছুর নিয়ন্ত্রন মাত্রা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। রোবটিক্স, প্লান্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে মেকানিকাল টেকনোলজি ব্যাবহার হয়। মেকানিকাল টেকনোলজি ব্যাবহার করে মানুষ এখন পৃথিবী থেকে চাদে অবতরন করেছে।

প্রযুক্তির ইতিহাস

প্রযুক্তির ইতিহাস হল সরঞ্জাম এবং কৌশল আবিষ্কারের ইতিহাস এবং মানবতার ইতিহাসের অন্য দিকগুলির অনুরূপ। প্রযুক্তি বলতে ভাষা এবং পাথুরে যন্ত্রগুলির মতো সরল পদ্ধতি থেকে জটিল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ১৯৮০-এর দশকের তথ্য প্রযুক্তি পদ্ধতিগুলি বোঝা যায়। প্রযুক্তি শব্দটি গ্রিক শব্দ techne থেকে এসেছে, যার অর্থ শিল্প ও নৈপুণ্য, এবং লোগো শব্দের মানে শব্দ এবং বক্তৃতা। এটির প্রথম প্রয়োগ শিল্পের বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এটি এখন আমাদের চারপাশের পরিবেশকে প্রভাবিত করে এমন অগ্রগতি এবং পরিবর্তনগুলির বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। [5]

নতুন জ্ঞান মানুষকে নতুন জিনিস তৈরি করতে সক্ষম করেছে আবার অপরভাবে, অনেক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা, প্রযুক্তিগুলি দ্বারা সম্ভব হয়েছে যা মানুষকে পূর্বে পৌঁছতে পারেনি এমন স্থানে ভ্রমণ করতে সহায়তা করেছে এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্র দ্বারা প্রকৃতি

বিষয়ক গবেষণা আমরা স্বাভাবিক অনুভূতির অপেক্ষা আরও বিস্তারিতভাবে করতে পারি।

যেহেতু প্রযুক্তির বেশিরভাগই ব্যবহারিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ইতিহাস বিজ্ঞানের ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত। যেহেতু প্রযুক্তি সম্পদ ব্যবহার করে, প্রযুক্তিগত ইতিহাস অভেদ্যভাবে অর্থনৈতিক ইতিহাসের সাথে সংযুক্ত।

ঐ সম্পদগুলি থেকে, প্রযুক্তি, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত জিনিসপত্র সহ অন্যান্য সম্পদ উৎপাদন করে। একটি সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রযুক্তির পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং প্রযুক্তিকে প্রভাবিত করে। এটি অর্থনৈতিক বিকাশের একটি শক্তি এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক শক্তি ও সম্পদ বিকশিত এবং প্রকল্প করার একটি উপায়।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তি

ইসলাম একটি বিশাল ধর্মীয় ও দার্শনিক পরিচয় যা মানব জীবনের সমস্যার সমাধান এবং মানবিক উন্নতির জন্য নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামে প্রযুক্তির বিষয়ে কিছু নির্দেশনা ও মর্যাদা বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে।

ইসলামে প্রযুক্তির সম্পর্কে কিছু মৌলিক বিধান ও মর্যাদা আছে, যেমন:

প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের ব্যবহারের সম্পর্কে - ইসলামে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ব্যবহার অনুমোদিত, কিন্তু সেটি সামাজিক ও নৈতিক মর্যাদা রক্ষা করে। মানবিক উন্নতির জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা যাবে, তবে সেটি ধর্মীয় এবং নৈতিক মর্যাদার মধ্যে অনুশাসিত থাকতে হবে।

ইসলাম প্রযুক্তির অগ্রগতির জন্য একটি সমৃদ্ধ ও বিস্তৃত প্রস্তাবনা প্রদান করে এবং মানব সমাজের জন্য তা প্রয়োজনীয় মানবিক সম্পদ হিসাবে প্রযুক্তির ব্যবহার প্রস্তাব

করে। ইসলামে প্রযুক্তির ব্যবহার পরিষ্কার এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানবিক মর্যাদা ও দিশানির্দেশ সরবরাহ করা হয়েছে।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সময়ে ইসলামের মূলনীতি এবং শরিয়তের সাথে মিল রাখা জরুরি। যেহেতু কিছু প্রযুক্তির ব্যবহার আইনানুযায়ী বা নীতিগতভাবে বিষয়বস্তুভূক্ত বা নিয়োজিত করা দরকার পরে তাই ইসলামের নীতি এবং শরিয়তের সাথে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরি।

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তি ব্যবহার

ইসলাম একটি ধর্ম যা জীবনের সকল দিক নিয়ে নির্দেশ দেয়, তার মধ্যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রযুক্তির ব্যবহার সাধারণভাবে মানুষের জীবন সহজ ও উন্নতির জন্য অনুমোদিত বলে মনে হয়। ইসলাম প্রযুক্তিকে জীবনের সহায়ক একটি উপাদান হিসেবে ধরে। প্রযুক্তির ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম পক্ষে কোনো সীমাবদ্ধতা নেই।ইসলামে দৃষ্টিতে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এর খেদমতে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু উদাহরণ হলো

- সাহায্য এবং সেবা ব্যবস্থাপনা: প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষদের জন্য সাহায্য ও সেবা প্রদান করা হয়েছে। দান এবং খাদ্য বিতরণে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।
- মানবিক উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার: চিকিৎসার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা হয়েছে। আধুনিক সাধারণ চিকিৎসা ও প্রযুক্তির সাথে ইসলাম উপকারিতা উপলব্ধ করেছে।
- আর্থিক উন্নয়ন: প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে উন্নতি ও প্রগতি অনুভব করা হয়েছে। বিত্তীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইসলামী ব্যাংকিং ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

- আর্থিক প্রস্তুতি ও ব্যবসায়িক উন্নয়ন: প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যবসায়ে উন্নতি করা যায়, যেমন ডিজিটাল লেনদেন, ই-কমার্স, এবং অনলাইন ব্যবসা। এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।

ইসলাম প্রচারে প্রযুক্তির ব্যবহার

বিশ্ব মানবতার উৎকর্ষ সাধন, ইহকাল ও পরকালের প্রকৃত শান্তি, নিরাপত্তা এবং সফলতা অর্জন-এর একমাত্র পথ হচ্ছে ইসলাম। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সঠিক ঈমান স্থাপন করা এবং পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশের কোন বিকল্প নেই। সুতরাং এই মুহূর্তে ইসলামী জীবন বিধান এবং ইসলামী হুকুম আহকামের ব্যাপক এবং নিখুঁত প্রচার প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন। প্রয়োজন সম-সাময়িক আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার গবেষনামূলক সঠিক উত্তর এবং জ্ঞান চর্চার। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ব্যাপক প্রচার প্রসারেরক্ষেত্রে বর্তমান প্রযুক্তির ব্যবহার একটি অপরিহার্য্য বিষয় । ইরশাদ হচ্ছে, [6]

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপোদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বির্তক কর’ -সুরা নাহল-১২৫।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে হাতের মুঠোয় চলে এসেছে বিশ্ব। মিডিয়ার ফলেই মূলত এটি সম্ভব হচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যধিক। মিডিয়া দুই ধরনের ক. প্রিন্ট মিডিয়া খ ইলেকট্রিনিক মিডিয়া। তবে দ্রুত তথ্যের আদান-প্রদান এবং দৃশ্যসম্বলিত হওয়ায় ইলেক্ট্রানিক মিডিয়ার প্রভাব একটু বেশি। আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সর্বাধুনিক ও সর্বাধিক ক্রিয়াশীল বিস্ময়কর আবিষ্কার হচ্ছে ইন্টারনেট। এর দ্বারা দুনিয়ার যে কোনো প্রান্তের কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। প্রযুক্তির উপহার ইন্টারনেট হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় কম্পিউটার নেটওর্য়াক। এক জরিপে দেখা গেছে সব মিলিয়ে

ষাট হাজার নেটওয়ার্ক এবং দশ মিলিয়ন কম্পিউটার ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। ১৪০ টি দেশের প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ এর আওতাভুক্ত। ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের সব মানুষ এ আওতায় এসে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সামরিক কারণে ইন্টারনেটের আবিষ্কার হলেও বর্তমানে শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, তথ্যপ্রবাহ, গবেষণা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এই প্রযুক্তি। এগুলো ছাড়াও নিজস্ব চিন্তাধারা, মতবাদ, কৃষ্টি, কালচারকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যম হিসাবেও ইন্টারনেট কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী বিশ্বে তুলনা মূলক ভাবে কম্পিউটার ও ইন্টারনেটের ব্যবহার হয় না বললেই চলে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলামের গতিশীল ব্যাখ্যা ও প্রকৃত সত্য তুলে ধরা সময়ের দাবি। বর্তমানে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির এই সফল আবিষ্কার ইন্টানেট হতে পারে বড় একটি মাধ্যম। আমাদেরকে স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী যুগের আবস্থার উপর ভিত্তি করেই কাজ করে যেতে হবে। কলমের মোকাবিলায় যেমন কলমের ব্যাবহারই প্রযোজ্য, ঠিক তদ্রূপ প্রযুক্তির মোকাবেলয় প্রযুক্তির ব্যবহারই যুক্তি সংজ্ঞত। কারণ সিংহের মোকাবেলায় বকরী যেমনটি অযোগ্য বা হাস্যকর, যে কিনা জয় বয়ে আনবে তো দূরে থাক নিজের অস্তিতকেই হারিয়ে ফেলবে। অনুরূপ ভাবে বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে বস্তু প্রসারতার চরম উন্নতি লগ্নে ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ও কার্য্যকর পদ্ধতি গ্রহণ করা। যেটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার ও বিধান বটে, ইরশাদ হচ্ছে,

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

‘তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের প্রতিআহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে বির্তক কর’ -সুরা নাহল-১২৫।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া সৃষ্টির লগ্ন থেকে অদ্যবধি যত নবী রাসূলকে প্রেরণ করে ছিলেন তাঁদের সকলকেই তৎকালীন সময়ের সমূহু জ্ঞান দিয়েই প্রেরণ করে ছিলেন যা কুরআনে করীমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এখানে অর্থাৎ আলোচ্য সুরা নাহলের আয়াতে কারীমায় ইসলামের দাওয়াতকে কোনো নিদিষ্ট

বিষয়ে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক রাখা হয়েছে। এতে দাওয়াতের সব মাধ্যম ও উপকরণ অন্তর্ভুক্ত। আমরা লক্ষ করলে দেখতে পাই যে বর্তমান বিশ্বে মানুষের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে কৌতূহল বাড়ছে। ইসলামকে জানতে ও বুঝতে সবাই উদগ্রীব। বিশেষত দেশে দেশে অমুসলিম যুব শ্রেণী অগ্রহী হচ্ছে ইসলামের অমীয় সৌন্দর্য্যরে প্রতি। কিন্ত তাদের কাছে সত্যের পয়গাম না পৌঁছার কারণে তারা এতে সাড়া দিতে পারছে না। এসব লোকের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ হচ্ছে প্রযুক্তির ব্যাবহার। এর মধ্যে সবচেয়ে ক্রিয়াশীল নিভুল ভাবে দ্রুততম ও বিস্বস্ত মাধ্যম হল প্রযুক্তির উপহার ইন্টারনেট। এ প্রযুক্তি পুরো দখল এখন পশ্চিমাদের হাতে। তারা এ মিডিয়াকে ব্যবহার করে ধর্ম প্রচারের সবচেয়ে উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে গুরুত্ব দিচ্ছে। নিম্নে আমি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন তুলে ধরছি। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারী ১০ তারিখে দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকায় একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, সেটি এখানে হুবহু তুলে ধরছি। ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ধর্মগুরু পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট যে সব ধর্ম যাজক তাদের বাণী বিশ্ব ব্যাপী ছড়িয়ে দেয়ার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের জন্য নতুন নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ধর্ম যাজকদের ওয়েব সাইটে নিজস্ব ব্লগ খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। পোপ গত শনিবার ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য এবং অন্য ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকজনের সঙ্গে কথা বলার জন্য সম্ভব হলে সব মাল্টিডিয়া টুল ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। পোপ বেনেডিক্ট এক বার্তায় বলেন, শুধুই মেইল ব্যবহার বা ওয়েব সার্চ করাই যথেষ্ট নয়, নিজেদের প্রকাশ করা এবং নিজ নিজ সম্প্রদায়কে নের্তৃত্ব দেয়ার জন্য ধর্ম যাজকদের সব ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা উচিৎ। ভ্যাটিকান থেকে প্রকাশিত বার্তায় ৮২ বছর বয়সী পোপ আরও বলেন, তরুণ ধর্ম যাজকদের নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে বেশি করে পরিচিত হওয়া উচিৎ। তিনি বিনোদন গনমাধ্যম গুলোর যৌনতা ও সহিংসতাকে উস্কে দেওয়ার প্রবনতায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তবে যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন পোপ। তিনি বলেন প্রযুক্তি মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার"।

খ্রিস্টান ধর্মগুরুরা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারা বিশ্বে খ্রিস্টবাদ প্রচারে সচেষ্ট হলেও দীনে হকের ধারক-বাহক উলামা সমাজ এ ব্যপারে চরম উদাসীন। সাহাবায়ে কেরাম যুগের সমরাস্ত্র এবং তার ব্যবহার সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। তারা তরবারির বিরুদ্ধে তরবারি হাতেই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতেন এবং তরবারির নিপুণ ব্যবহারে শত্রুকে ধরাশায়ী করে ফেলতেন। সুতরাং বর্তমন সাহাবায়ে কেরামের উত্তরসূরী দাবিদারদের এগিয়ে আসতে হবে। যুগের হাতিয়ার প্রযুক্তির সফলতম ব্যবহার শিখে ময়দানে অবতীর্ণ হতে হবে। রপ্ত করতে হবে প্রযুক্তি ব্যবারের কল-কৌশল। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ

অর্থাৎ আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যরে মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ্ তাদেরকে চেনেন। বস্তুত যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না”।

সুতরাং প্রযুক্তির মোকাবেলায় প্রযুক্তিই যথাযথ। দীনে ইলাহীর মোকাবেলা করতে যারা যে ভাবেই অবির্ভাব হবে তাদেরকে সেই ভাবে প্রতি হত করাই উত্তম পন্থ। বলা হচ্ছে ‘ যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যরে মধ্যে’ সুতরাং যখন মানুষ ক্লিক এর মাধ্যমে সব সমাধান পেতে অভ্যস্থ। তাই এখন অতি সহজে ঘরে বসে বিশ্বের মানুষের কাছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তুলে ধরা যায় শ্বাশত দীনের আহবান। সাথে সাথে বে-দীনদের মোকাবেলাও হয়ে যায় । সুতরাং দীন প্রচারের ক্ষেত্রে যুগের আবস্থার উপর ভিত্তি করে বৈধ সকল পন্থাই অবলম্বন করার অনুমতি আছে। এ প্রসংঙ্গে সংক্ষিপ্ত রূপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরছি।

এক. বর্তমান যুগে ইন্টারনেট আঙ্কিত হয়ে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে এক যুগেরও বেশী সময় ধরে। তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত আদান প্রদানের মাধ্যম হিসেবে এর জনপ্রিয়তা এখন শীর্ষে। ইন্টারনেট মিডিয়াই একমাত্র মিডিয়া যেখানে লেখক ও পাঠকের মধ্যে সরাসরি তাৎক্ষনিক অনুভূতির আদান প্রদান সম্ভব। (যা দীন বুঝানোর ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য একটি বিষয়)। ফলে সর্বস্তরের মানুষের কাছে, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে ইন্টারনেট মিডিয়াই এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় মিডিয়া।

লক্ষণীয় বিষয় হল যে, মিডিয়া সবসময়ই দুই পক্ষের মাঝে মাধ্যম হিসবে কাজ করে। প্রিন্ট মিডিয়া বলেন আর ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা ওয়েব মিডিয়াই বলেন না কেন সবকটির ক্ষেত্রে একই কথা। দুই পক্ষের প্রথম পক্ষ লেখক, প্রেরক বা উপস্থাপক, আর দ্বিতীয় পক্ষ পাঠক বা প্রাপক। প্রথম পক্ষ এটাকে যেভাবে কাজে লাগাতে চায়, দ্বিতীয় পক্ষের কাছে তা সেভাবেই কাজ করে। নৈতিকতার অবক্ষয়টা এখানেই ঘটে। প্রথম পক্ষ যদি একে মানবতা ও নৈতিকতার পক্ষে কাজে লাগাতে চায় , দ্বিতীয় পক্ষের কছে সে কাজটিই তুলে ধরে মিডিয়া। আবার প্রথম পক্ষ যদি একে অশ্লীলতা ও নোংড়ামির কাজে লাগাতে চায়, দ্বিতীয় পক্ষের কাছে মিডিয়া তা-ই তুলে ধরে। কাজেই মিডিয়া একটি নিরীহ বিষয়, যে যেভাবে তাকে ব্যবহার করতে চায়, সে নিঃসংকোচে নিজেকে সেভাবেই ব্যবহৃত হতে দেয়।

দুই. ওয়েব মিডিয়ায় মুসলমানদের অবস্থান খুবই দুর্বল। বিশেষ করে নৈতিকতার চর্চা এখানে খুবই নগণ্য। পূর্বেও বলা হয়েছে যে অমুসলিম ও ইয়াহুদিদের সাইট মুসলমানদের সাইটের তুলনায় ১২০০ গুণ বেশি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এমনটিই দেখা যায়। অশ্লীলতা ও নীল ছবির সায়লাব এত বেশি যে অল্প কিছু মুসলিম সাইটের অবস্থান সে তুলনায় অনুল্লেখযোগ্য।

আর উলামা ও দীনদার মুসলিমের সাইট তো হাতে গোণা কয়েকটি ছাড়া নেই বললেই চলে। তিন. ইসলাম বারবার সৎ কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করার প্রতি উৎসাহ দিয়ে আসছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا

"যে ব্যক্তি মানুষকে কোনো ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে, তাকে তার অনুসারীর ভালো কাজের সমান সওয়াব দেয়া হয়, অথচ ঐ ব্যক্তির সওয়াব কোন অংশে কমে না। আর যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তার ওপর তার অনুসারীর খারাপ কাজটির সমান গুনাহ দেয়া হয় , অথচ তার অনুসারীর পাপের অংশও এতটুকু কমে না" (সহীহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم

"আল্লাহর শপথ ! তোমার মাধ্যমে একটি লোকও যদি হিদায়াত লাভ করে, তবু তা লাল উটনীর চেয়েও উত্তম" (লাল উটনী তৎকালীন সময়ে মানুষের অত্যন্ত প্রিয় ছিল. এ দিয়ে যে কোন প্রিয় বস্তু বোঝানো হয়েছে) বুখারী ২৭৮৩।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন...

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ্ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী"। সুরা তাওবা-৭১

আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন....

"যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলিম, তার কথা অপেক্ষা উত্তম আর কার কথা হতে পারে? (৪১:৩৩)

আলোচ্য হাদীস ও আয়াতে কারীমাহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বস্তু জগতে মানুষকে ভালো কাজের উৎসাহ দেয়া যেমন গুরুত্বপূর্ণ , ওয়েব জগতে সেই গুরুত্ব আরো বেশি

বলে মনে হয়। কারণ বর্তমান প্রজন্মের কমিউনিটি গুলো গড়ে উঠেছে ওয়েব জগতেই। তাদের ভালো কাজও খারাপ কাজগুলো ওয়েব কেন্দ্রিকই হয়ে থাকে। অন্তত ভাল খারাপ কাজের প্রেরণা তারা ওয়েব থেকেই পেয়ে থাকে। কাজেই উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের নির্দেশনা বা¯তবায়নের ক্ষেত্র বর্তমানে ওয়েব জগৎও। কারণ এখানকার মানুষজনের কার্যক্রম খুব এফেক্টিভ হয়ে থাকে। এ জগতের উৎসাহ-প্রেরণায় বাস্তব জগতে তারা ভালো বা খারাপ কিছু করে থাকে। কাজেই, এ জগতের বাসিন্দাদের ভালো কাজের পরামর্শ দেয়া ও খারাপ কাজ থেকে সর্তক করা বিশেষ করে ওলামায়েকরাম ও সর্বস্তরের ইসলামপ্রিয় মানুষের অপরিহার্য্য দায়িত্ব।

ধর্ম প্রচারে ‘আলেম-ওলামা’দের ভূমিকা

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আমরা ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করতে পারি, প্রযুক্তির আবিষ্কার ওয়েব মিডিয়ায় আমাদের কীরূপ ভূমিকা হওয়া উচিৎ, কীভাবে ওয়েব মিডিয়ায় ইসলামের দাওয়াতের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারি, নিম্নে সে সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করছি।

১. যাদের মাদরাসা আছে (মাদরাসার প্রিন্সিপাল/ কার্যকরী কমিটির সদস্য) তারা মাদরাসার ওয়েবসাইট করে সেখানে মাদরাসার সব ইনফরমেশন রাখতে পারেন, মাদ্রাসায় পড়া কেন প্রয়োজন, এতে দেশ ও মানবতার কীরূপ সেবা হয়, এ ধরনের প্রবন্ধ-নিবন্ধ তাতে থাকতে পারে।

২. মাদরাসার সকল শিক্ষককে প্রতিমাসে/দুই মাসে ন্যূনতম একটি করে ছোট গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে বলা হবে, সে গুলো দায়িত্বশীল বিজ্ঞ কারোর সম্পাদনার পর ইন্টারনেটে মাদরাসার ওয়েবসাইট এ দিয়ে দেয়া হবে।

৩. মাদরাসার কার্য্যক্রম, সিলেবাস, বার্ষিক মাহফিল ইত্যাদি সবকিছু ওয়েবসাইটে থাকবে। কারণ মাদরাসাগুলোর সিলেবাস সহজলভ্য না হওয়ার কারণে এর শিক্ষা

পদ্ধতি মানুষের কাছে অনেকটাই অস্পষ্ট, যার কারণে অনেক ভুল বুঝাবুঝি হয়ে থাকে। যার ফলে বর্তমান প্রজন্মের অনেক সন্তানই দীন শিক্ষার অন্তরালে রয়ে যাচ্ছে।

৪. মাদরাসার ইসলাহী মজলিসে বক্তাদের বক্তব্য ও আলোচনা ওয়েবসাইটে দেয়া হবে।

৫. ওয়েব সাইটে প্রশ্ন করার অপশন থাকবে। যেন পাঠক/ভিজিটরগণ সহজেই প্রশ্ন করতে পারেন এবং যে কোন বিষয়ে ইসলমী সমাধান পেয়ে যেতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এখন এই বিশ্বগ্রামের মানুষের কাছে মাদ্রাসায় গিয়ে স্কলারদের কাছে ইসলামী সমাধান চাওয়ার কল্পনা করা প্রায় অবস্তব। মানুষ এখন মাউসের ক্লিকে সবকিছু করতে অভ্যস্ত। কাজেই ইসলামী সমাধান পাওয়াও তাদের কাছে সহজ করে দেয়া এখন সময়ের দাবী এবং উলামায়েকরামের দায়িত্বও বটে।

৬. গ্রহণযোগ্য ও বিজ্ঞ ওলামাদের লিখিত প্রকাশিত বইগুলোর ভূমিকা, সূচী, প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদি সাইটে দেয়া যেতে পারে। যেন ভিজিটরগণ চাইলে সহজেই বইটি সংগ্রহ করতে পারেন। সম্ভব হলে আপনার সাইটের মাধ্যমে সরাসরি বই বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করতে পারেন। সবচেয়ে ভাল হয় যদি কোন দানশীল ব্যক্তির মাধ্যমে বিনামূল্যে বই পড়া বা বিতরণের সুযোগ করে দেয়া যায়। উল্লেখ্য, লেখকদের প্রাকশিত বইগুলো দেশের মানুষের কাছেই সবখানে পৌঁছে না। আর যারা বিদেশে আছেন, তাদের কাছে পৌঁছানোও অনেক সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু ওয়েব সাইটের কোন ভৌগলিক সীমা নেই। বাংলাদেশের এক প্রান্তে বসেও যদি একটি বই ওয়েব সাইটে তুলে দেয়া হয় তাহলে সারাবিশ্বের মানুষ বইটি পাঠ করতে সক্ষম হবে । সবচেয়ে বড় কথা, বিনামূল্যে বই পড়ার সুযোগ করে দিলে ইসলামের অনেক বড় খিদমাত হবে। যা নিঃসন্দেহে যে কোন ইসলামী লেখকের প্রথম বাসনা হওয়া উচিত।

বিশ্বমানচিত্র থেকে ইসলাম ও মুসললিমের নাম-নিশানা মুছে ফেলার লক্ষ্যে কুফুরী শক্তি সমর আগ্রাসনের সাথে সাথে মিডিয়া আগ্রাসণও চালাচ্ছে ব্যপকভাবে। সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে দেশ দখল করছে আর মিডিয়া আগ্রাসন চালিয়ে দখল করছে দিল। কেড়ে নিচ্ছে দীন ও ঈমান

হক্কানী আলেমগণের উনুপস্থিতিতে আজ ভ্রান্ত আকীদাধারী ও বিদআত পন্থীরা মিডিয়া জগতে ইসলামের প্রকৃত ধারক-বাহকরূপে উপস্থাপিত হচ্ছে। ফলে তারা আজ মিডিয়াতে ইসলামের নামে মনগড়া সব অপব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে। যার দরুন সাধারণ মানুষ যেমন বিভ্রান্ত হচ্ছে, তেমনি অসংখ্য বিদআতের সায়লাব হচ্ছে সমাজে। যদিও বর্তমানে জুমআার খুতবা, মাদরাসা মাসজিদে ভিবিন্ন প্রোগ্রাম করে মানুষকে সহীহ্ দ্বীন বুঝানোর জন্য উলামাগণ আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । কিন্তু এর ফল আমরা ঘরে তুলতে পারছি না। কারণ এ প্রজন্মের মানুষ যতটা না মনোযোগী সাধারণ বয়ান-খুতবায় তার চেয়ে হাজারও গুণ বেশী মনোযোগী মিডিয়ার পাতায়। তারা মাসজিদে ইমাম সাহেবের বক্তব্যকে বাসায় এসে ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাচাই করার চেষ্টা করেন। সুতারং যখনি তারা দুটোকে একত্রিত করে তখন মিডিয়ায় প্রচারিত বিদআত পন্থীদের বাহ্যিক গেটাপ দেখে তারই দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং হক্ককে পিছনে ফেলে বিদআত গ্রহণ করছে। শুধু তাই নয়; তাদের যুক্তির কবলে পরে আলেমগণের প্রতি বিরূপ মন্তব্য করতেও দ্বিধা করছে না। কারণ তাদের বর্ণনা, উপস্থাপনা এত সাজানো যে হক্কানী বিজ্ঞ উলামা ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা বুঝা আদৌ সম্ভব নয়।

আল্লাম সাইয়েদ আবূল হাসান আলী নদভী রহ. তাঁর এক ভাষণে বলেছেন, আল্লাহর নিয়ামত মনে করে প্রযুক্তিকে দাস রূপে ব্যবাহার করতে হবে; প্রযুক্তির দাসে পরিণত হওয়া যাবে না।

মোটকথা, প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের এই উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে পারলে প্রযুক্তির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। কাজেই কোন আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ কাজে এগিয়ে আসলে ইসলামের একটি বড় খিদামাত হবে। এবং তারা সদক্কায়ে জারিয়ার সওয়াব পাবে ইনশা-আল্লাহ । আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হোন এবং সকলের মেহনতকে কবুল করুন। আমীনI

তথ্য প্রযুক্তির উপকারী দিক

ইট-কাঠের ব্যস্ত নগরীতে নিজের জন্য সময় খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রযুক্তি এ সময়ে যেন এক আশীর্বাদ। রোজকার জীবনের ছোট ছোট ভাবনার দায়িত্বও যেন নিয়ে নিতে চায়। প্রাত্যহিক জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির কী কী প্রভাব, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার হতে পারে, তার তালিকা করে শেষ করা যাবে না। কেননা প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে।

'আমরা চাই বা না চাই, এত দিন পর্যন্ত আমাদের জীবনধারা, কাজকর্ম, চিন্তাচেতনা যেভাবে চলেছে, সেটা বদলে যেতে শুরু করেছে। এ সময়ে আমরা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের ভিত্তির ওপর শুরু হওয়া ডিজিটাল এ বিপ্লবের ফলে সবকিছুর পরিবর্তন হচ্ছে গাণিতিক হারে।

আধুনিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূণ বিষয় হল, বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রতিটি খাতে এ পরিবর্তন প্রভাব ফেলছে, ফলে পাল্টে যাচ্ছে উৎপাদন প্রক্রিয়া, ব্যবস্থাপনা, এমনকি রাষ্ট্র চালানোর প্রক্রিয়া। স্মার্টফোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের পরিবর্তন, ইন্টারনেট অব থিংস, যন্ত্রপাতি পরিচালনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, রোবটিকস, জৈবপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের মতো বিষয়গুলো চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বা ডিজিটাল বিপ্লবের সূচনা বলেও মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

এ চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময়ে প্রযুক্তি কোনো না কোনোভাবে আমাদের জীবনে প্রভাব ফেলছে। পৃথিবীতে এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর যার জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির কোনো প্রভাব নেই বা পরিবর্তন আনেনি।

তথ্য প্রযুক্তি যেভাবে সমাজে প্রভাবিত

ইদানিং সর্বত্র তথ্য প্রযুক্তির জয় জয়কার । ব্যবসায়, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিজ্ঞাণ, ঔষধ এবং শিল্পে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ব্যপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তাই তো এটি জীবনকে করেছে সহজ,

সাবলীল, দ্রুত ও লাভজনক। টেরিফোন, ফ্যাক্স, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার, ই-মেইল যোগাযোগ এর ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষানীতিকে পরিবর্তন করেছে। যে কোনজায়গা থেকে এই প্রযুক্তি ব্যবহার শিক্ষা লাভ করা ফলে যে কেউ যে কোন তথ্য বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে পেতে পারে।

তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে। এখন আমরা বাড়ীতে বসেই রোগের চিকিৎসা পেতে পারি, নিত্য নতুন আবিস্কৃত ঔষধ এবং চিকিৎসা পেতে পারি।

প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সামাজিক অবক্ষয়

পৃথিবীর আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছে আমাদের সামনে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি আমাদের শেষ পর্যন্ত কোন দিগন্তে নিয়ে যাবে সেটা ধারণার অতীত। এক পা দু পা করে আমরা সভ্যতার একেকটি স্তর পার হয়ে যাচ্ছি। প্রযুক্তি আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। আবার আমাদের কাছ থেকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধে কেড়ে নিয়েছে। এ কথা আমি বলতে চাই না যে প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়। সভ্যতার উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির অবদান অপূরণীয়। কিন্তু আমরা কি কখনো অনুধাবন করে দেখেছি যে প্রযুক্তির অকল্যাণকর দিকগুলো আমাদের অবস্থান কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে? অবশ্য এর জন্য আবিষ্কার ও আবিষ্কারক কোনোটিই অপরাধী নয়, অপরাধী হচ্ছি আমরা ব্যবহারকারীরা।

বর্তমানে পৃথিবীর ৪২.২ শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। ধারণা করা হয় ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক লোক ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আসবে। বিটিআরসির (BTRC) হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১৫ সালের আগস্টে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় চার কোটি আট লাখ। ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। প্রতি ১২ সেকেন্ডে একটি করে ফেসবুক

অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে যেটা বাংলাদেশের জন্মহারের চেয়ে বেশি। [7] আজকাল কিছু অপ্রাপ্তবয়স্ক ও নৈতিক জ্ঞানহীন মানুষের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে আমাদের তথ্য প্রযুক্তি। অপরাধের একটা বড় অংশ এই সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। মানুষের আবেগ ও অনুভূতিতে আঘাত হানার মাধ্যম হিসেবে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলোকে। মূল্যবোধ বিবর্জিত মানুষেরা প্রযুক্তিকে তাদের ভোগ ও আয়েশের ক্ষেত্র তৈরি করে ফেলেছে। তথ্য বিকৃতি, ব্যক্তিগতভাবে সমাজের কোনো মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা, প্রতিকৃতির ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয় সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ছড়িয়ে দেওয়া একটি নিত্যনৈমিত্তিক কাজে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও ছবি চুরি করে ব্ল্যাকমেল করার মতো ঘটনা অহরহ ঘটছে। অপরাধী চক্র তাদের অপরাধ কর্মকাণ্ড সংঘটিত করার জন্য ইন্টারনেটকে গোপনীয় মাধ্যম হিসেবে বেছে নেয়। ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সহজে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে পারে বলে কাউকে হুমকি দেওয়া, ভুয়া সম্পর্কের ফাঁদে ফেলে টাকা হাতিয়ে নেওয়া অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ মুহূর্তের দৃশ্য ধারণ করে বিভিন্ন অনলাইন সাইটে ছড়িয়ে দেওয়া এসব কাজ অনায়াসে সম্ভব হয়।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে কম্পিউটারের তথ্য হ্যাকিং সম্পর্কিত ঘটনা বেশি ঘটছে। বিশেষ করে উঠতি বয়সী তরুণদের মধ্যে এই প্রবণতাটি বেশি লক্ষ্য করা যায়। তরুণদের পাশাপাশি বিভিন্ন মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলোও নানাভাবে ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গত ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের তথাকথিত হ্যাকার গ্রুপ ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকার দ্বারা ভারতের প্রায় পঁচিশ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইট আক্রান্ত হয়।এগুলোর মধ্যে সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবসাইটসহ বিএসএফের (Border Security Force) ওয়েবসাইটও ছিল। তা ছাড়া একই বছর কক্সবাজারের রামুতে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতার পেছনে ফেসবুকের অপব্যবহারই দায়ী। বৌদ্ধ ধর্মের এক ব্যক্তির নাম দিয়ে খোলা ভুয়া ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে পবিত্র কোরআন শরিফের একটি অবমাননাকর ছবি প্রকাশ করা হয়।

এই ঘটনার জের ধরে ওই এলাকায় সাধারণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন | অথচ পরবর্তীতে ছবিটির সত্যতা যাচাই সম্ভব হয়নি। অনুসন্ধান করে দেখা যায় ছবি প্রকাশকারী ব্যক্তির বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা ছিল নিছক বানোয়াট এক ব্যাপার। সমাজে ঘটে যাওয়া এ ধরনের অপ্রত্যাশিত ঘটনা বস্তুত সামাজিক অবক্ষয়ের বহিঃপ্রকাশ। মূলত শুধু ইন্টারনেট নয় বরং প্রযুক্তির অন্যান্য খাতকে ব্যবহার করেও যেকোনো অপকর্ম খুব দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেলের প্রভাব, হাতে হাতে স্মার্টফোনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ক্লিপস, গোপন ক্যামেরায় দৃশ্য ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলি আমাদের সমাজের অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের অশালীনতার দিকে ধাবিত করছে।

যেহেতু প্রযুক্তির আবিষ্কার নির্দিষ্ট কোনো স্থান বা পাত্রের জন্য নয় তাই এর অপব্যবহারের মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি ও সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর অপব্যবহার পৃথিবীর সব জায়গায়ই কম বেশি ঘটে । বাংলাদেশ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে মানুষ নানা ধরনের অপকর্মে ব্যবহার করছে। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সাইবার আক্রমণের শিকার বিশ্বের শীর্ষ দুইটি দেশ হচ্ছে রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মজার ব্যাপার হলো সাইবার আক্রমণের উপকরণ মলওয়্যার (Malware), ভাইরাস, মাইএসকিউএল ইনজেকশন (MySQL injection) ইত্যাদির উৎপাদন এই দুইটি দেশেই তুলনামূলকভাবে বেশি। সমগ্র পৃথিবীর ৪০ শতাংশ মলওয়্যার রাশিয়া থেকে বিশ্বব্যাপী ছড়ানো হয়। এগুলোর ফলাফল হিসেবে বর্তমান পৃথিবীতে প্রতি দিনে প্রায় ছয় লাখেরও বেশি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হচ্ছে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় ৫৯ শতাংশ চাকরিজীবী তাদের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পরও পুরাতন প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেস থেকে তথ্য চুরি করতে তৎপর হন । যেহেতু তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ ব্যক্তিরাই এই অপরাধমূলক কাজ বেশি করে থাকেন সে ক্ষেত্রে তারা নিজেদের গোপনীয়তার ব্যাপারে বেশ সচেতন এবং পরিণামে তাদের অনেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যান। বিশেষ করে ক্রেডিট কার্ডের গোপন নম্বর জেনে সেখান থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব। এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অবস্থান

কর্তৃপক্ষের পক্ষে শনাক্ত করা প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে। বর্তমান বিশ্বে অনলাইনের মাধ্যমে চুরি যাওয়া অর্থের ৬৮ শতাংশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তা ফেরতও পাওয়া যায়নি।এ রকম অগণিত অপরাধমূলক কাজ আমাদের সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। যার দরুন একটি দেশের নাগরিকদের আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক অবক্ষয়ের হার বাড়ছে। এর প্রতিকার হিসেবে ইন্টারনেট ও অনন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই । সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইন প্রয়োগ ও তার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমস্যা অনেকটা লাঘব করা সম্ভব। পাশাপাশি পরিবারের অপ্রাপ্তবয়স্ক সদস্যদের ওপর বড়দের নজরদারি ও নিয়ন্ত্রণও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সবশেষে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহারই পারে আমাদের একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে।

প্রযুক্তির অপব্যবহারে বিপর্যস্ত তরুণ প্রজন্ম, উত্তরণের উপায় কী?

পৃথিবীর আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিচ্ছে প্রযুক্তি। বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতির ফলে বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বকে হাতের মুঠোয় এনেছে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তি। বিভিন্ন উদ্ভাবনের ফলে বর্তমান বিশ্ব এগিয়েছে অনেক দূর, তাল মিলিয়ে এগিয়েছে বাংলাদেশও। কিন্তু প্রযুক্তির অসংখ্য ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও অপব্যবহার গ্রাস করছে তরুণ প্রজন্মকে। প্রযুক্তির অকল্যাণকর দিকগুলো যেন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তরুণদের। এমনটাই মনে করছেন প্রযুক্তিবিদরা।

ভয়ংকর সব অপরাধে তরুণদের সম্পৃক্ততা বাড়ছে আশঙ্কাজনক হারে। দেশজুড়ে হত্যা, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, চাঁদাবাজিসহ ছোটখাটো নানা অপরাধে জড়াচ্ছে উঠতি বয়সীরা। এ জন্য প্রযুক্তির পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি যে জিনিসগুলো ছড়িয়ে দিচ্ছে, সেটি পুঁজিবাদী সমাজের একটি অংশ। মূলত মুনাফার জন্য এ নতুন সংস্কৃতিগুলো সারা

বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা। যা তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পারিবারিকভাবে তাদের সামনে উন্নত আদর্শ তুলে ধরা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে এসব অপরাধ থেকে তরুণ প্রজন্মেকে বিরত রাখা সম্ভব।

প্রযুক্তির এমন অপব্যবহার নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও। অনেকটা বাধ্য হয়ে সন্তানের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্টফোন অথবা ডিজিটাল ডিভাইস। অভিভাবকরা বলছেন, এই ধরনের প্রযুক্তিগুলোতে তারা এতটাই আসক্ত যে তাদের যদি কোনকিছু প্রয়োজন হয়, আর সেটিতে বাধা দিলে তারা অস্বাভাবিক আচরণ করে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, মানবতার প্রধান বাধা প্রযুক্তির অপব্যবহার। প্রতিকার হিসেবে ইন্টারনেট ও অনন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহারই পারে আমাদের একটি সুন্দর সমাজ উপহার দিতে।

একটি সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা গেছে, বিশ্বব্যাপী ১০০ জনের মধ্যে কমপক্ষে ৬৪ জন প্রতিদিন গড়ে ৪ ঘণ্টা কোন না কোন ধরনের প্রযুক্তিগত পর্দার সামনে ব্যয় করেন। পরিসংখ্যান বলছে, প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ৭০০ মানুষ আত্মহত্যা করে।

এছাড়া সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, শিশু-কিশোররা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ধাবিত হয় অতিরিক্ত প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রভাবিত হয়ে। ডিজিটাল প্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমকে (কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফেসবুক, বিভিন্ন অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার, বিভিন্ন প্রোগ্রাম ও অ্যাপস, ইত্যাদি) দ্রুত যোগাযোগের অন্যতম বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়। দেশে অব্যাহতভাবে চলছে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে ইন্টারনেট গ্রাহক ১২ কোটি ৬১ লাখের বেশি। গত জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত গ্রাহক বেড়েছে ২০ লাখ। এটিও উদ্বেগের কারণ বলছেন গবেষকরা। [৪]

আজকাল ইন্টারনেট ও এর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে অপরাধীরা সহজেই জাল বিস্তার করে চলেছে। ফলশ্রুতিতে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে মানবসভ্যতা। এমতবস্থায় আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের কোন বিকল্প দেখি না। প্রয়োজনে তথ্য-প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানসন্মত যে কোনপ প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখে দিতে তৈরি করা হোক যুগোপযোগী আইন বা আইনে আনা হোক সময়োপযোগী সংশোধনী। পাশাপাশি সৃষ্টি করা হোক এর শতভাগ স্বচ্ছ বাস্তবায়ন।

প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং অপরাধ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান সমস্যা যা তরুণ প্রজন্মের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। সাইবার বুলিং, অনলাইন স্ক্যাম, মাদকপাচার, এমনকি সন্ত্রাসসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত করতে অপরাধীরা প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেক তরুণও এতে জড়িয়ে পড়ছে। যদিও প্রযুক্তির অনেক উপকারিতা রয়েছে, তনুও কিছু ক্ষেত্রে এর অপব্যবহার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়াকে সহজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ সাইবার বুলিংয়ের মতো অপরাধ বেনামে এবং দূর থেকে করা যায়। এটি ভুক্তভোগীদের জন্য অপরাধীদের সনাক্ত করা এবং অপরাধীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করাকে কঠিন করে তোলে। আবার প্রযুক্তির সাহায্যে অনলাইন স্ক্যাম এবং মাদক পাচারের মতো অপরাধকেও ব্যাপকতা প্রদান করা যায়, যা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার পক্ষে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা কঠিন করে তোলে। তবে কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জন্য অপরাধের তদন্ত কাজকে সহজ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, অপরাধীদের সনাক্ত করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং অন্যান্য অনলাইন তথ্য ব্যবহার করতে পারেন। তাছাড়াও উন্নত প্রযুক্তি যেমন- ফেসিয়াল রিকগনিশন সফটওয়্যার এবং সিসিটিভি ফুটেজের ব্যবহারও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মানুষের যখন সামাজিক বাঁধন নষ্ট হয়ে যায়, তখন সে বিচ্যুতিমূলক আচরণ করে। তরুণ প্রজন্মকে ভালো কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। সামাজিক কার্যকলাপ বাড়াতে হবে। পলিসির মধ্যে পরিবর্তন আনতে হবে। শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে হবে। এছাড়া আমাদের যে কিশোর অপরাধ সংশোধনীগার কেন্দ্র আছে, সেখানে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা, ভালো মোটিভেশনাল প্রোগ্রাম ও সাইকোলজিকাল প্রোগ্রাম- এগুলো জোরদার করা। সমাজের ভেতর থেকে পরিবর্তন করা দরকার এবং রাষ্ট্রকেও নতুন পলিসি প্রদান করতে হবে।

আশার কথা হলো- প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং অপরাধ মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশে শক্তিশালী আইন আছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ এর মধ্যে অন্যতম। এছাড়াও সরকার সাইবার ক্রাইম মোকাবেলায় বেশ কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে- যেমন বাংলাদেশ কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং এর মাধ্যমে অপরাধ সংঘটন বাংলাদেশে একটি গুরুতর সমস্যা দাঁড়িয়েছে। সমস্যাটি আরও প্রকট হয়ে উঠছে যখন তরুণ প্রজন্ম এতে জড়িয়ে পড়ছে। যদিও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার তরুণ প্রজন্মকে শিক্ষিত ও দক্ষ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করতে পারে। এটির অপব্যবহার জাতির জন্য অশান্তির কারণ হয়েও দাঁড়ায়। সুতরাং সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আমাদের তরুণ প্রজন্মের আরও সচেতনতা ও শিক্ষার প্রয়োজন। আমাদের মনে রাখতে হবে ডিজিটাল বাংলাদেশে আমরা প্রযুক্তিকে পরিহার করে চলতে পারব না, বরঞ্চ প্রযুক্তির দক্ষ এবং সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতি হিসেবে বিশ্বে সম্মানের আসনে আসীন হতে পারবো।

প্রযুক্তির দুনিয়া! বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং আমরা

আমরা এখন পৌঁছেছি তথ্য প্রযুক্তির এক চরম উন্নতির যুগে। যেখানে প্রতিনিয়তই কিছু কিছু না কিছু নতুন প্রযুক্তির সাক্ষাত মেলে আমাদের সাথে (যদিও আমরা কিছুটা পিছিয়ে)। তাই এ যুগের সাথে তাল-মিলিয়ে চলতে উন্নয়নশীল দেশের কিছুটা ধাক্কার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। আর দেশ যদি তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নত হয় তবে এ বিশ্বে এখন সেটিই উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত। তবে প্রযুক্তি যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে ১০০ বছর পর তথ্য থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয় উঠবে প্রযুক্তি। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কতটূকু তাল মেলাতে পারছি এ যুগের সাথে?

যদি প্রশ্নটা এমন হয় যে, বর্তমানে আমরা কেমন অবস্থানে আছি? তবে উত্তরটা হবেঃ হ্যাঁ, মোটামুটি ভালো অবস্থানে রয়েছি। কারণ বর্তমানে বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের বাংলাদেশেও বিভিন্ন ইন্টারনেট ও প্রযুক্তি ভিত্তিক স্টার্টআপ গড়ে উঠছে। যা সত্যিই আশার বাণী শোনায়। এবারে বাংলাদেশে সেরা স্টার্টআপে পুরস্কার পেয়েছেঃ Sheba.xyz প্রতিষ্ঠানটি। একটি ই-কমার্স ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। এমন আরো অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে আমাদের এই ছোট্ট দেশে যা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার।

তবে যদি আমরা বর্তমানের সাপেক্ষে একটু ভবিষ্যতের কল্পনা করি, তবে একটু মর্মাহত হতে হয়। আগেই বলেছি, বিশ্ব এমন দিকে এগোচ্ছে যেখানে তথ্য থেকে প্রযুক্তির গুরুত্ব বেড়ে যাবে। ভবিষ্যতের কিছু প্রযুক্তির নাম দেখে নিই। যা বর্তমানেও রয়েছে তবে ভবিষ্যতে এর ব্যবহার ব্যাপক হয়ে উঠবে।

- ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি (Virtual Reality),
- অগম্যান্টেড রিয়্যালিটি (Augmented Reality),
- চালকবিহীন গাড়ি (Autonomous Car),
- কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence),

তালিকা আরো লম্বা হবে। উপরের সবগুলো প্রযুক্তিই বর্তমানে রয়েছে এবং মানুষ ব্যবহারও করছে। তবে এগুলো হলো ভবিষ্যতের প্রযুক্তি। ভবিষ্যতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে বর্তমান থেকে এসব প্রযুক্তির কিছুটা হলেও চর্চা থাকা দরকার। কিছু স্টার্টআপ গড়ে তোলা দরকার এসব প্রযুক্তি উপর। আপনাকে একটু পরিষ্কার ধারণ দিয়ে দিই কিভাবে এসব প্রযুক্তিই হবে ভবিষ্যতের ভিত্তি।

আমরা সকলেই ফেসবুক, গুগল, অ্যাাপেল ও মাইক্রোসফটের পণ্য ব্যবহার করে থাকি। লক্ষ্য করলেই দেখবেন যে এরা প্রত্যেকেই উপরোক্ত প্রযুক্তিগুলোর প্রতি কাজ শুরু করে দিয়েছে। ফেসবুক ও গুগলের VR Headset, মাইক্রোসফট ও গুগলের Hololens ও Google Glass, গুগলের চালকবিহীন গাড়ি, গুগল, মাইক্রোসফট ও অ্যাাপেলের কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা (Google Assistant, Cortana and Siri)। এসব প্রযুক্তির দিকে টেক-জায়ান্টদের জোঁক বেশি। কারণ এগুলোই ভবিষ্যত শাসন করবে। কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার উপকারিতা বুঝতে পেরে সকলের প্রিয় মার্ক জাকারবার্গ তার নিজের বাড়িতে Jarvis তৈরি করেছে। যা সত্যিই আমাদের দেখায় কেমন হতে পারে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা।

একটা কথা বলা হয় যে, গুগল ফেসবুক, মাইক্রোসফট, অ্যাপেল এরা এ শতক পুরোটা জুড়ে রাজত্ব করবে। তার কারণ শুধু ফেসবুক নয়, গুগল সার্চ ইঞ্জিন নয়, অ্যাপেলের ম্যাক কিংবা আইফোন নয়, মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ নয়। এর মূল কারণ তারা তাদের দূরদর্শিতার সাথে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির জন্য বর্তমান থেকেই কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের করণীয়

আমরা এগিয়ে চলছি বর্তমানের সাথে। আমাদের দেশেও ড্রোন, রোবোটিকস নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। যা বরাবরের মতই আমাদের আশার বাণী শোনায়। তবে আমাদের দেশে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান দরকার যেখানে ভবিষ্যতের প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করা হবে। তাতে আমরা Leap Frog -এ অর্থাৎ ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে এগিয়ে যেতে পারব। কারণ বর্তমানে এগিয়ে যেতে হলে দরকার দূরদর্শী পরিকল্পনা আর নতুন চিন্তা-ভাবনা।

তথ্যসূত্র

1.https://projuktirbangla.com

2.https://blog.jit.com.bd/information-technology-1-4052

3.https://www.renovablesverdes.com/bn/que-es-la-biotecnologia

4."Nuclear Engineers : Occupational Outlook Handbook: : U.S. Bureau of Labor Statistics"। www.bls.gov (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৬-৩০।

5.https://mahadbd.com

6.https://bn.wikipedia.org.com

7."his https://bn.wikipedia.org/wiki/ tory of technology - Summary & Facts"। সংগ্রহের তারিখ ২২ জানুয়ারি ২০১৮।

8.https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/bipulhf/30201217

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111369707/